বিজনগ্রাম

(প্রাচীন কাব্য)

প্রণেতা—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সম্পাদক—

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিজনগ্রাম

(প্রাচীন কাব্য)

প্রণেতা—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[ভিক্ষা—১.২৫ টাকা

Shri KESHABJI GOUDIYA
Mathura (U.P.)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিজন গ্রাম

(১)

সুমধুর ধ্বনি কিবা পশিলা শ্রবণে !
শুনিয়া সে গ্রাম-নাম (*) আজি, আহা ! মনে
আনন্দ-লহরি প্রবাহিলা মন্দগতি,
উত্তপ্ত বালুকোপরি যেন স্রোতস্বতী
মলয় পবন বহে। সুখ-পুরি, হায় !
শুনিয়া তোমার নাম অন্তর জুড়ায় !
কতদিন পরে শুনি সে-স্থানের নাম,
যথায় এ ক্ষুদ্র জীব আসি' এই ধাম
প্রবেশিলা কলেবরে—মম আঁখিদ্বয়
জগতের চক্ষুসহ করিলা প্রণয়
অগ্রে। হায় ! অকস্মাৎ শুনিয়া সে-স্বর
মধুমাখা, শিহরিলা আমার অন্তর ! !

---

* নবদ্বীপ জেলার অন্তর্গত উলা-নামক গ্রাম।

(২)

কহ, ওগো সরস্বতি! কিরূপে এ দেশ
হারাইলা সুখ সব? অসুখ অশেষ
এবে বিস্তারিয়া পক্ষ অতি ভয়ঙ্কর,
কি-কারণে আচ্ছাদিলা সুখ-দিনকর?
দুঃখের কাহিনী সব করহ বর্ণন,
কাঁদুক শুনিয়া যত বঙ্গবাসিগণ।
তুমি বিনা কেবা পারে করিতে স্মরণ
অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব,—পূর্ব্ব বিবরণ?
ভ্রমে যাহা স্মৃতি-রূপা, যেন অনাথিনী
ভ্রমিতেছে দেশ ছাড়ি' সদা বিদেশিনী
হারাইয়া নিজবাস। এই ত্রিভুবনে
তুমি বিনা জানে কেবা, পূর্ব্বে কি-কারণে
মনোহর নদী-কূলে রাখে সদাগর (*)
পরিমাণ শিলাখণ্ড—সুন্দর প্রস্তর!
শোভিতে বট-বিটপী? সিন্দূরে মণ্ডিয়া
আহা! কি সুন্দর শোভা! রাখিলা লইয়া
তাহা বেদির উপরে জনপদবাসি-
গণ পূজিতে দেবীরে (†) বর-অভিলাষী।

(৩)

কত দিন পরে আজ দেখিলাম মুখ
তব, শোকের তিমিরে ঢাকা, দেখে' দুখ-

---

* শ্রীমন্ত সদাগর। † উলাচণ্ডী।

নদী উছলি' বহিলা, যুগল নয়ন-
দ্বারে, বক্ষ ভাসি' ভূমে হইলা পতন;
দেখি তব দুরবস্থা হইলা পতন।
দেখি' তব দুরবস্থা হইল জাগ্রত
আমার অন্তরে পুনঃ বাল্যভাব যত,
যাহা অন্তরেতে গাঁথা ছিল এতদিন
প্রবাল-শৃঙ্খল যেন আলোক-বিহীন,
অগাধ-সলিল পূর্ব্বসাগর-ভিতরে
লুক্কায়িত থাকে সদা। এতদিন পরে
দেখিয়া, জননি, পুনঃ, মলিন বদন
তব, ভাব-সমুদয় উদিলা এখন
যেন চিত্রপট এক মানস-আধারে;
শোকানন্দ মিলিলেক মনে একেবারে॥

(৪)

মনে পড়ে জননি গো! সে-স্থান তোমার
সায়ংকালে যথা বসি' সে পাঠানে (*) সার-
কথা জিজ্ঞাসিনু বাল্যে! জিজ্ঞাসিনু তারে,—
পার যদি বল, কেবা কর্ত্তা এ সংসারে?
অম্লান-বদনে সেই কহিল তখন,—
একমাত্র 'খোদা' সার, নহে অন্য জন
এ জগতে। সেই খোদা দেখি' অন্ধকার
জলময়, নিজ দেহ হৈতে তবে তাঁর

---

* গোলাম খাঁ।

সংগ্রহ করিয়া মলা, সলিলে ফেলিল।
অসীম হইয়া মলা বাড়িয়া উঠিল
রুটি প্রায়। খোদা তাহা দ্বিভাগ করিল,—
এক ত হইল পৃথ্বী আর স্বর্গলোক।
সূর্য্য নিরমিল দিতে জগতে আলোক;
পশু-পক্ষী-নর আদি করিয়া সৃজন,
স্বর্গে রহিলেন 'খোদা' অপূর্ব্ব-দর্শন-
জগৎপতি। এই কথা শুনিয়া আমার,
বালবুদ্ধি-নিবন্ধন হইল বিচার,—
কেমনে পাঠান এ পাইল এত জ্ঞান?
অবশ্য ঈশ্বর-কৃপা তাহার নিদান।
কিছুদিনে তারে জিজ্ঞাসিনু আর বার,—
বল দেখি, নির্ম্মল কে, জল—অন্ধকার?
সে-কথায় সে পাঠান সুন্দর উত্তর
দিতে না পারিল, শ্রদ্ধা হইল অন্তর॥

(৫)

মানস-নয়ন মম, দেখে অবিকল,
আহা!—শৈশব সময়ে, যে সুখসকল
করিয়াছি ভোগ আমি। সুখ-অভিলাষী
ওগো, জননি আমার যবে, মৃদুভাষী
সহোদরগণ মম,—এখন কোথায়,
হায়! রহিলে সকলে? ডাকিত আমায়
খেলা করিবার তরে। কত ব্যস্ত হ'য়ে
আমি যাইতাম তবে, ভাইগণে ল'য়ে,

খেলিতে উদ্যান-মাঝে, যখন জননী
মম ডাকিতেন সবে, দেখি' দিনমণি
প্রখর মস্তকোপরে, করিতে ভোজন,
কত ব্যস্ত করিতাম গৃহে আগমন।
কিছুদিন পরে তার, গুরুর (*) নিকটে
শিখিতে যাইয়া পাঠ, পড়িয়া সঙ্কটে
ভাবিতাম সেইকালে,—কতকাল পর
উদ্ধার হইব আমি বিপদ-সাগর।
এবে সে বিপদ-জাল কত মিষ্ট, হায়!
সংসারে পড়িয়া ভাবি, অনাথের প্রায়॥

(৬)

মনে পড়ে জননি! সে গোপ-মহিলাকে— (†)
শিশুকালে মাতৃস্নেহে যে পালে আমাকে,
'নূতন মানুষ' আখ্যা দিলা মাতামহ (‡)
যারে? ছাড়ি' কন্যা-গৃহ-সুখ সহ,
হৈল আমাদের ধাত্রী। সকল ভুলিব,
অকৃত্রিম স্নেহ তার ভুলিতে নারিব।
আলস্যে জননী যবে উদাসীন ছিল
শিশু-প্রতি; স্বীয় স্তন্য দিয়া সে পালিল
মমাগ্রজে, মদনুজে, আর মোরে ল'য়ে
বেড়াইত ধাত্রী মম ফুল্ল-মনা হ'য়ে

---

* কার্ত্তিক সরকার ও যদু সরকার। † শিবসুন্দরী-নাম্নী পরিচারিকা। ‡ পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী।

অহরহ। অন্য ধাত্রী-করে দিয়া ভার
কখন নিশ্চিন্ত মন না হতো তাহার ;
নিজের আহার-নিদ্রা অতি তুচ্ছ করি',
থাকিত সতত সেই মোরে অঙ্কে ধরি'।
আহা! সে জননী-প্রায়া সুধাত্রী আমার,
এখন থাকিলে সেবা করিতাম তার।
হায়! যবে শক্তিহীন ছিল এই জন,
তখন তাহার দেহ হইল পতন !!

(৭)

মনে পড়ে জননি গো! অপূর্ব্ব কাহিনী—
তব শারদীয়া পূজা। সে-সব যামিনী
চিত্র-প্রায় ভাসিতেছে মম চিত্তাকাশে,
বাক্যাভাবে সদাক্ষম তাহার প্রকাশে।
নবম্যাদি কল্প ধরি' বসিত বোধন-
রঙ্গ—দেবী দশভুজা দুর্গার পূজন।
নৃত্য-গীত-সমারোহ-অতিথি-তর্পণ,
সর্ব্বগ্রামবাসী সেবা ব্রাহ্মণ-সজ্জন
করিতেন গৃহে গৃহে ; চর্ব্ব্য-চোষ্য খাদ্য
দিতেন সকল জনে ; ঢোল-ঢাকবাদ্য
উঠিত ভীষণ রব চতুর্দ্দিকে গ্রামে ;
গ্রামবাসী সুখবৃদ্ধি হৈত যামে যামে।
দূর দেশ হইতে তবে গ্রামবাসিগণ
আসিয়া আত্মীয়-জনে করিয়া মিলন,

ভাসিত আনন্দ-নীরে, ভাবিত সকলে—
মূর্ত্তিমান্ সুখ আসিয়াছে ধরাতলে।
বিধির নিয়ম মাগো! লঙ্ঘিবে কে বল,
যথা সুখ তথা দুঃখ অবশ্য প্রবল!
হেন সুখে জীব নিজ সুখের কারণ
করিত অসংখ্য জীবগণের হনন!!

(৮)

কত সুখ দেখিয়াছি, জননি! তোমার,
কিরূপে বর্ণিতে সাধ্য হইবে আমার;
অতি ক্ষীণবুদ্ধি আমি,—তোমার নন্দন
সব, নাহি জানে কেবা?—ছিল অগণন।
জানিত না কভু মনে, অভাবের জ্বালা
ঘোরতর, ছিল সদা আনন্দে উতলা।
পালিতে বান্ধবগণে সর্ব্বদা নিযুক্ত
থাকিত সকলে, পাছে অতিথি অভুক্ত
যায় ফিরে; এ কারণে, আয়োজন ক'রে
রাখিত সামগ্রী সব প্রতি ঘরে ঘরে।
আনন্দের কোলাহল অতি মনোহর,
শুনিতাম প্রতিদিন গ্রামের ভিতর।
অস্তাচলে দিনকর করিলে গমন,
প্রতি গৃহে বাদ্যরব, মধু বরিষণ
করিত শ্রোতার কর্ণে,—বলা নাহি যায়
কত সুখে দিবারাত্রি কাটিত হেথায়!

কোথাও বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ-সহিত
গাইত হরির নাম—গীত সুললিত ;
নৃত্য করি' বৃক্ষমূলে সন্ধ্যার সময়
প্রকাশিত ভক্তি-রস ; চন্দ্রের উদয়
হ'লে সকলে মিলিয়া বাজায়ে মৃদঙ্গ
ভ্রমিত নগরপথে, করি' নানারঙ্গ ;
'হরে কৃষ্ণ রাম' বলি' মাতিত নর্ত্তনে
ঊর্দ্ধবাহু, দর দর ধারা দু'নয়নে,
বাজাইয়া করতাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
তালে তালে চারিদিকে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া,
কেহ বা কপটচিত্তে ভ্রুকুটি নয়নে
দেখাই'ত শুষ্কভক্তি গ্রামবাসী-জনে।
কোথাও ব্রাহ্মণগণ বেলা অবসান
দেখি' চতুষ্পাঠী ছাড়ি' করিত প্রস্থান ;
বাক্যালাপে যথা কাল কাটে ধনীগণ
সুরম্য গৃহেতে বসি'। করিয়া ধারণ
নস্যের শামুখ-করে চলিতেন সবে
পথমধ্যে কত শত তর্ক-কলরবে,—
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত লইয়া
ঘোরতর দ্বন্দ্বানল উঠিত জ্বলিয়া ;
যাহার কণ্ঠের স্বর অতি বলবান্
বাক্যরণে জয়ী সেই, কে তার সমান ?
নয়নে প্রকাশ তাঁর মনের যে ভাব,
সে-সুখ নাহিক পায় পৃথ্বী করি' লাভ ;

বীর নরপতিগণ সম্মুখ-সমরে,
মারি শত্রু অগণন, অসি ধরি' করে।
কেহবা স্থাপিত তবে পরমাণুবাদ
বৈশেষিক সূত্রমতে, 'কণাদ' 'কণাদ'
উচ্চ রব উঠি' তবে আক্রমিত কর্ণ
সবাকার, সাংখ্য-শিষ্যে করিয়া বিবর্ণ;
আরো উচ্চৈঃস্বরে কেহ বেদান্ত-বিচারে
খণ্ডিত সে মত যথা তৃণ-খুর-ধারে।
মধ্যস্থ অভাবে ব্যাঘ্রকণ্ঠ-মহাশয়
সারমেয়-কণ্ঠ ছাত্রে করি' পরাজয়,
ধরিতেন শিখা তার; সগর্ব্ব-বচনে
বাক্যহীন করিতেন তাঁরে পান্থ-রণে;
সিংহকণ্ঠ অন্যছাত্র ঘট-পট করি'
পরাজিত তাহে পুনঃ তার শিখা ধরি;
স্মার্ত্ত-ছাত্র মধ্যে 'মলমাস'-তর্ক ল'য়ে
হইত বিষম রণ! নৈয়ায়িক-ভয়ে
নিস্তব্ধ হইত তারা! নৈয়ায়িক শূর
বলিতেন,রঘুনন্দনের গাধা দূর দূর!
বৈদেশিক ছাত্র কেহ দুর্ব্বাসা-স্বভাব
বলিতেন রুষ্ট হয়ে, ওরে গর্ভস্রাব!
শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত্ত সর্ব্ব-মহত্তম,
তাঁরে নিন্দা কর, তুমি অতি নরাধম!

এইরূপে ছাত্রবৃন্দ কত কথা বলি'
যাইতেন অপরাহ্নে রাজপথে চলি।
কোথায় রহিল সেই মহাজনগণ,
তাহাদের তরে, হায়!—ঝুরিছে নয়ন !!

(৯)

সরোবর-ঘাটে বসি' দেখিতাম, হায়!
কত কত মহাজন বৃক্ষের তলায়
বসিয়া একত্রে সবে, সন্ধ্যা আগমনে
সংসার-চিন্তায় মগ্ন সবে মনে মনে,
ব্যক্ত করি' নিজ দুঃখ কেহবা কহিত
ঘাড় নাড়ি' দিয়া সায় সকলে শুনিত,
যাঁহার সাধ্যেতে যাহা পারিত হইতে
অঙ্গীকার করিতেন সে কার্য্য করিতে
অনায়াসে। তারা, আহা! কাটাইত কত
সুখভোগে কাল সবে, হিংসায় বিরত!
অদূরে হইত দৃষ্ট পল্লীর কামিনী-
গণ, কক্ষেতে কলসী গজেন্দ্র-গামিনী
সবে, সরোবর-তটে লইবারে বারি
আসিত সকলে মিলি' হ'য়ে সারি সারি।
দুঃখ-সুখে যেইরূপে যায় দিনকর,
সংসারের কথা সব কহি' পরস্পর
চলিত সভয়ে সদা; দেখিত যখন
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন

হ'য়ে লুকাইত তবে তরুগণ-পাশে,
মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে।
কেহবা বলিত, দিদি! শোভাঞ্জন শাক
স্বল্প-তৈলে আজি আমি করিছিনু পাক,
কি সুন্দর! খেয়ে তাহা দেবর আমার
কত যে সুখ্যাতি মোর কৈল বার বার!
কেহ বলিতেন,—আজি নৈবেদ্য মটরে
হইল অপূর্ব্ব ডাল্‌না কি বলিব তোরে!
আমিত মোচার ঘণ্ট মসলা না দিয়া
করিছিনু আজি পাক, মুখেতে খাইয়া
প্রশংসিলা কর্ত্তা মম!—কহে অন্যজন
সুখে ঘুরাইয়া দুই খঞ্জন-নয়ন।
কেহ বলে,—দিদি! আমি বড়ই দুঃখিনী,
কথায় জ্বালায় মোরে দুই ননদিনী
হিংসা করি'! রাত্রিদিন খাটি গৃহকর্ম্মে,
তবু মোর কথা কয় লাগে বড় মর্ম্মে!
কেহ বলে,—বিধি মোরে নিরন্তর বাম,
পতি মম কাশীবাসী নাহি করে নাম
মম, হায়! শুনিয়াছি ল'য়ে অন্যজনে
আছেন মজিয়া তথা আপনার মনে।
অপর ললনা এক সজল-নয়নে
বলিলেন মৃদুস্বরে,—কাজ কিবা ধনে?
নবীন-যৌবনে পতি সন্ন্যাস করিলা
গৃহে রাখি' সুকুমারে; বাছা জিজ্ঞাসিল,—

কোথা মাগো ! মোর পিতা ? কি বলিব আর ?
অতি শিশু—নাহি বুঝে বচন আমার !
আর কি দেখিব সেই পতিব্রতাগণে,
আর কি শুনিব সেই কথা সঙ্গোপনে ?

(১০)

আরো কত দেখিতাম বসিয়া তথায়,
বর্ণিতে না পারি সব, বাক্যাভাবে হায় !
পাঠশালা ভঙ্গ হ'লে বালকসকল
যাইত ফিরিয়া ঘরে করি' কোলাহল
চতুর্দ্দিগে পথমাঝে। কেহ তারপরে
সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া অন্তরে
আপনারে, "শুন ভাই" সবে ডাকি' বলে,
"গাইব গঙ্গার গীত মিলিয়া সকলে।"
"বন্দো মাতা সুরধনী" গায় একজন,
তার সহ সুর দেয় অন্য শিশুগণ ;
এইরূপে চিন্তাহীন অন্তর নির্ম্মল,
কত যে খেলেছি আমি মনে সে-সকল
সদা জাগে অবিরত জীবন-প্রভাতে,
আহা ! জননি গো ! তব পুত্রগণ-সাথে ॥

(১১)

গ্রামের প্রান্তরে আহা !—দেখেছি নয়নে
সেই স্রোত মনোহর (১) ভুজঙ্গ-গমনে

১। বারমেসে খাল

বহিত সে নিরবধি ; নবীন লহরী
সব মলয়পবনে স্থান পরিহরি’
উঠিত খেলিতে সদা বালুচর সহ,
ফিরিয়া আসিত পুনঃ করিয়া কলহ।

পবিত্র সে খাল, আহা ! যথায় জননী-
জহ্নু সুতা বেগবতী অধীরগমনী
আইলে বরষা কাল, শ্বেতবারি হ’য়ে
আসিতেন জনপদে সঙ্গীগণ ল’য়ে

আসিত তাঁহার সাথে মৎস্য অগণন
খাইত মনের সাধে পুরবাসীগণ।

কুম্ভীর,—সে মানবারি আসিত গোপনে
মাতা-সহ, নরমাংস তৎপর ভোজনে ;

নিশীথ হইলে ঘোর তস্করের প্রায়
দুষ্ট জলচর সেই উঠিয়া ডাঙ্গায়,
চারিদিকে জনশূন্য দেখিত যখন,
ধীরে ধীরে জনপদে যাইত তখন

দুষ্টবুদ্ধি প্রকাশিতে ; যথা সরোবর
অগাধ সলিলে পূর্ণ দেখিতে সুন্দর,
বিস্তারিয়া নিজবক্ষ করেছে শয়ন,
তথায় আশ্রয় দুষ্ট করিত গ্রহণ।

মনে পড়ে,—পথপ্রান্তে অনর্গল-প্রাণ
বেড়াইত সদা সেই পাগল-প্রধান

বিশ্বনাথ (×), তার কাছে এ সংসার
অকারণ, মূল্যহীন—নিতান্ত অসার!
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা তাহে বিদ্যমান,
অর্থ—কাকবিষ্ঠা, সুখ—দুঃখের সমান!

দুঃখের বিষয়, তার মস্তিষ্ক-পীড়ায়
হ'য়েছিল সেই ভাব—পশুভাব-প্রায়

ঈশ্বর-ভক্তির বশে সে ভাব যাহার,
ধন্য সেই ত্রিভুবনে! সংসারের পার
সেই জীব!—'বিশ্বনাথ'-পাগল সার্থক!
বিশ্বনাথ-পাগল এ কর্ম্মের সেবক,
হারাইল বুদ্ধিশক্তি মায়ার বিপাকে!
বুদ্ধিমান্ করে শোক দেখিলে তাহাকে।

হরচন্দ্র (+) আদি আর পাগলের গণে
টাকা ল'য়ে বস্ত্র বান্ধি' রাখিল যতনে
পরীক্ষায়। বিশ্বনাথ কাকবিষ্ঠা জানি'
ফেলিল প্রদত্ত টাকা বহুদূরে টানি।

তাহা দেখি' পরীক্ষক (*) মহাশয়গণ
প্রকৃত পাগল বিশে কৈল নিরূপণ।

অর্থহীন বাক্য তার পড়ে মম মনে,
চিন্তাহীন মুখ আজো বহে সে স্মরণে॥

× বিশে পাগলা নামক পাগল। + হরা পাগলা।
* শান্তিপুরের মতিবাবু প্রভৃতি।

(১২)

আইল বরষাকাল নবাম্বুদ দল,
আকাশে আসিয়া ঘোর করি' কোলাহল-
ধ্বনি, আচ্ছাদিত রবি করি' অন্ধকার
মনোহর প্রকৃতির মুখ অবিকার।
তড়িতের ঝক্‌মকি নয়ন ঝলসি,
ইন্দ্রাস্ত্রের গড়গড়ি শ্রবণেতে পশি,
ভুলাইত একেবারে সকলের মনে
হিমন্ত, শিশিরকাল, নির্ম্মল গগনে।
অবিরত বৃষ্টি পড়ি' ভাসিত তখন
মনোহর খাল সেই, তরী অগণন
থরে থরে আসি' তবে লাগিত তথায়
বাণিজ্যের দ্রব্য লয়ে, এবে কোথা হায়!
সে-সব সুন্দর দৃশ্য! সে ব্যস্ত সংসারে
সেরূপ আনন্দময় বাণিজ্য-ব্যাপার ??

(১৩)

দেখিয়াছি গ্রাম্যভোজ! নিমিত্ত ঘটনে
পংক্তি পংক্তি বসিতেন গ্রামবাসীগণে
কলাপাতা বিছারিয়া, বামে ধরি' জল
হৃষ্টমনে! অন্ন-শাক-ব্যঞ্জন সকল,
ডাল, ডাল্‌না, চচ্চড়ী, মোচাঘণ্ট, ভাজা,
শাক, অম্ল, দধি, ক্ষীর, গোল্লা, গজা, খাজা
খাইতেন বহুতর! চৌদিকে সর্ব্বথা
'আন', 'দেও', 'আর চাই' এইমাত্র কথা।

সে-সময়ে সকলেই সমর্থ ভোজনে,
খাইতেন যত,—কবি অশক্ত বর্ণনে।
বড় বড় দধিভাণ্ড কত যে আসিত
ভোজে? পরমান্ন-পরিমাণ কে করিত?
কোথা সেই বৃদ্ধ, * যিনি শতাধিক বর্ষে
ভুঞ্জিতেন একাধিক ভাণ্ড অতি হর্ষে?
বালক-বালিকাগণ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া
মিষ্টখাদ্য ল'য়ে যেতো ভোজন করিয়া,
ভোজনান্তে উঠিতেন একত্রে সকলে;
আসিত তখন মুচী-হাড়ী দলে দলে,
লইত উচ্ছিষ্ট-পত্র; কুক্কুর-নিবহ
পরস্পরে ঈর্ষা করি' করিত কলহ,
হইত তুমুল রব,—যুদ্ধক্ষেত্রে যথা
যুদ্ধশেষে লুটপাট! অপূর্ব্ব সে কথা!

(১৪)

প্রভাত হইলে নিশি আনন্দ-অন্তরে
ভ্রমিবারে যাইতাম গ্রামের প্রান্তরে,
পশ্চিম বিভাগে সদা হরষিত-মনে
দেখিতাম—পূর্ব্বভাগে নির্ম্মল গগনে
উদিত ভাস্কর-দেবে আরক্ত-মূরতি,
ক্রোধভাবে উঠে যেন পৃথিবীর পতি
নাশিতে পাপের প্রাণ। করিয়া দর্শন
এই মনোহর রূপ, অঞ্জনা-নন্দন

* বেণীমাধব মুস্তৌফী।

অতি মিষ্টফল ভাবি' উঠিলা আকাশে
আনিতে সে সূর্য্যদেবে,—বদ্ধ ভ্রমপাশে !
তা না হ'লে কি কারণে কবিকুল-পিতা
বর্ণিবে সে বীরে, যেই উদ্ধারিল সীতা—
রামপ্রিয়া, পশু বলি' ? দেখি দিনকরে !
অপার আনন্দ উথলিত মমান্তরে,
হাসিতে প্রকৃতি দেবী পৃথিবীর সহ,
ঘুচিল ভাবিয়া মনে আলোক-বিরহ।
দেখিতাম,—কি সুন্দর রসাল উদ্যান
সুশোভিত মুকুলেতে ! তাহার সমান
কোথাও না দেখি আর ; পাতার ভিতরে
বসি' ডাকিত সে পিকবর অতি মিষ্টস্বরে
আমোদিতে নর-মন ; মনোলোভা-ধ্বনি
শুনিয়া পাসরে দুঃখ অন্তর অমনি।
বৃক্ষের উপরে উঠি কাষ্ঠ-পত্র-তরে
কাঠুরিয়া নারীগণ উল্লাস-অন্তরে
গাইত অসভ্য গীত ; কভু নাহি জানে
অভাব-যাতনা তারা, মুগ্ধ মধুপানে।
নিরখিয়া দেখিতাম,—কুরঙ্গসকল
আনন্দে চরিত তথা অন্তর নির্ম্মল,
চিন্তাহীন শিশু যেন, সত্বর গমনে
যাইত অদৃশ্য হ'য়ে মনুষ্য-দর্শনে ;
এবে তারা নিরানন্দে শার্দ্দূলের ডরে,
কম্পিত রোগীর সম গ্রামে কাল হরে !!

(১৫)

—আরো মনে পড়ে মাগো ! বসন্ত-সময়
তোমার কুসুমোদ্যান ফল-ফুলময় ;
ভ্রমর-ভ্রমরীগণ ঝঙ্কারিত কত
ঝাঁকে ঝাঁকে দুলাইয়া পুষ্পগুচ্ছ যত ;
গাইত সে পিককুল বসিয়া শাখায়,
দেখাইত শরীরের শোভা সমুদায়
রঙ্গ-ভঙ্গে। কিম্বা পক্ষী আসি' বারে বারে
বিরক্ত করিত বড়—অতি দুরাচার !
উড়িত আকাশে 'বউ কথা কও'-পক্ষী,
দেখা নাহি পাইতাম তারে কভু লক্ষি
মন দিয়া। বুলবুলী বিচিত্র-দর্শন—
আসিত খাইতে পক্ব বিম্বফলগণ—
লতায় ঝুলিত যাহা প্রতিবৃক্ষডালে
রক্তবর্ণ ! কিবা সুখ হইত সে কালে।
দ্বিপ্রহরে খাইতাম জামরুল ফল
নির্জ্জনে বসিয়া বনে, অন্তর বিকল
হইত ভূতের † ভয়ে ! বালক-স্বভাব !
একা ভয়, অন্যসঙ্গে প্রাপ্তির অভাব !
নেবুডালে মধুচক্র দেখিতে পাইলে
খাইতাম মধু অন্য শিশুসঙ্গে মিলে।
সে-সকল সুখ এবে কোথা গেল হায় !
দুঃখে ফিরিতেছি আজ সংসার-জ্বালায় !!

† একটি জামরুলগাছে ভূত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

(১৬)

গ্রামের মধ্যেতে কিবা শোভিত সতত
অপূর্ব্ব গৃহের শ্রেণী ! নয়ন বিরত
না হইত কভু দেখে সেই মনোহর
দৃশ্য—যাহার তুলনা না দেখি অপর
জনপদে। কোন গ্রামে দেখিয়াছ তুমি
এত অট্টালিকা সব, এই বঙ্গভূমি
ভ্রমিয়া পথিকবর ? জনপদেশ্বরী
ছিল কি না ছিল, বল, এ চারু নগরী ?
দেখিতে সে সুশোভিত চণ্ডীর * আলয়
নির্ম্মিত হয়েছে যাহা দিয়া তৃণচয় ;
আর কাষ্ঠ সুখে দিত, আসিতেন কত
ধনবান্, ক্রিয়াবান্ নর শত শত।
তথায় যাইত দেখা অতি উচ্চতর
অট্টালিকা—দুর্গসম, সম্মুখে প্রসর
স্নিগ্ধবারি-সরোবর, যাহার তটেতে
আমোদিত চাঁপাফুল নিজ সৌরভেতে।
কেনরে আমার মন করিছে রোদন
বর্ণিতে সে সুখপূর্ণ অপূর্ব্ব দর্শন ?
সেই অট্টালিকা-শোভা দেখিবার তরে
আসিত পথিক কত উল্লাস অন্তরে।
কোথায় সে গৃহ এবে ? কোথা দ্বারপাল—
বসিয়া থাকিত যেন অদ্বিতীয় কাল।

* পুরাতন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপ।

কোথায় সে দাস-দাসী, কর্ম্মচারীগণ ?
কোথায় রহিল এবে জন অগণন ?
কি আর বলিব আহা ! সে দুঃখ-কাহিনী ;
মনে হয় ভুলে যাই, তবু কুহকিনী
চিন্তা আসি' পুনরায় মনেতে জাগায়
সেই ভাব। দগ্ধ মন আবার জ্বালায়।

আছে কি সে-সুখ আর পাঠক আমার ?
দুঃখ-রাহু করিয়াছে এবে অন্ধকার
সে-আবাস ! নাহি জন-প্রাণ কিম্বা ধন,—
পশু-পক্ষী তথা মাত্র করিছে রোদন !
গিয়াছিনু দেখিবারে স্বীয় জন্মাগার
তাঁর সহ, অকৃত্রিম স্নেহেতে আমার
সতত মঙ্গলচেষ্টা করিতেন যিনি *।

আমি কি ভুলিব তাঁর গুণ-মন্দাকিনী ?
নাহি দেখিলাম সেই উচ্চ-সিংহদ্বার—
যথায় ঝুলিত শত ঢাল-তলবার !
নাহি সেই হর্ম্ম্য, যথা দেব মাতামহ
বসিতেন নিজজন-সহ অহরহ ;
নাহি সে অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য পিতৃদেব যা'য়
সবয়স্থে বসিতেন আত্মীয়-সভায় !
তাঁর রূপ—অপরূপ, গুণ—রত্নাকর ;
সংসারে কার্ত্তিক-প্রায়, বৈরাগ্যে শঙ্কর।

---

* জাগুলী-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বসু।

নাহি সেই গোলাবাটী গোশালা-সুন্দরী—
যথায় সুরভিবৃন্দ ছিল সারি সারি ;
নাহি সে পূজার বাটী যাহে শত শত
ঝাড়-ফানসের আলো হইত বিস্তৃত !
নাহি সে অন্দর যাহে সপ্তপুরী-শ্রেষ্ঠ
শোভিত সতত দিব্য ইন্দ্রপুরী শ্রেষ্ঠ !
আছে ত খণ্ডিতা ভূমি যথা অন্বেষণে
পাই মম জন্মস্থান বহুল সন্ধানে !
মনে পৈল সেই কাল যবে ভ্রাতৃসনে
করিতাম শিশুকালে ক্রীড়া স্বচ্ছমনে ;
নয়নের বারি আর না মানি' বারণ
উথলি পড়িল বক্ষ বহি' কতক্ষণ।
আম্রের উদ্যানে দেখি সরোবর-ঘাট,
মনেতে পড়িল সেই বাল্যকাল-পট !
ধনুক ধরিয়া যবে শাখামৃগ-সনে
যুদ্ধ করিতাম আমি সে নিবিড় বনে—
সে-সব আনন্দ কথা বলিব কাহারে ?
সে-কালের সঙ্গী কেহ না আছে সংসারে !!

(১৭)

বৈশাখের পূর্ণিমায় কত সমারোহ *
হইত এ জনপদে,—সে সুখ-বিরহ
এবে ঘটিয়াছে হায় ! কত দূর হ'তে
আসিত অসংখ্য লোক সম্বতে সম্বতে

* উলাচণ্ডী জাত।

দেখিতে চণ্ডীর পূজা ! প্রতি ঘরে ঘরে
কুটুম্ব বান্ধবগণ আসি' থরে থরে
প্রবেশিত অগণন। গ্রামবাসী সবে
পাইয়া বান্ধবগণে আহ্লাদেতে তবে
কাটাইত দিনত্রয়। ছাড়ি' ধরাতল
যতক্ষণে দিবাকর গিয়া অস্তাচল
করিতেন শ্রম দূর,—আসি' অন্ধকার
ক্রমে ঘেরিত আকাশ করিয়া বিস্তার
তার পাখা ; পুরাকালে গরুড়-নন্দন
আচ্ছাদিলা রাক্ষসের বিমান যেমন,
রক্ষিবারে রঘুকুল। পূর্ণিমা-রজনী—
কি করিবে অন্ধকার ? ক্রমেতে তখনি
উঠিত তারকাগণ একে একে সবে
সাজাইতে দেবপুরী আলোক-অর্ণবে ;
সকলের আগে সেই তারকা প্রখর
উঠিত দীপক যেন, দেখি' সব নর
উপার্জ্জনে সদা ব্যস্ত "মনুষ্য ভূলোকে"
বলিত "না ধরে আর" সন্ধ্যার জনকে
কি তুষ্ট সে নিশাচর ! অরুন্ধতী মাতা
উঠিতেন তারপর, যাঁহারে বিধাতা
দিয়াছেন আলোময় আসন সুন্দর,
দেখিলে তাঁহারে মুক্ত হয় যত নর।
উঠিত সে ভয়ানক নক্ষত্র-প্রধান, *
ঝুলিত কোমরে তার অসি খরশাণ

* কাল পুরুষ Orion.

আলোময়—দাঁড়াইত যেন দ্বারপাল
স্বর্গের দুয়ারে বীর কালান্তক কাল।
উঠিত তাহার পর তারকাসমূহ
সপ্তঋষি * নামে খ্যাত দ্রোণাচার্য্যব্যূহ
যেন উদিত তখন, শ্বেত মন্দাকিনী
উদ্ধারিতে দেবগণে পবিত্রকারিণী
তারাময়ী। কিবা শোভা হইত গগনে,
উদিত যখন চন্দ্র তারাগণ-সনে !
এসময়ে জনপদে কোলাহল-ধ্বনি
উঠিত সে তিনদিন, বাদ্য ত অমনি
চারিদিক হতো স্তব্ধ; কেহ কার কথা
না পাইত শুনিবারে—কি সুখেতে তথা
কাটাইত কাল আহা !—জনপদবাসী-
গণ, জ্ঞাতি-বন্ধুসহ, আর দাস-দাসী !
গাইত গায়কগণ সুমধুর-স্বরে,
নাচিত নর্ত্তকীগণ উল্লাস-অন্তরে,
কর্ণ-চক্ষু দুই তুষি' ; গ্রাম আলোময়
হইত,—অপূর্ব্ব দৃশ্য !—যেন ইন্দ্রালয় !
তব পুত্রগণ মাতঃ ! সদা রঙ্গে রত
বঙ্গ-মাঝে ! নর্ম্মবাক্য-পরিহাস-ব্রত—
অর্থশালী কেহ অর্থ-কষ্ট না জানিত
কোনকালে, মহানন্দে সময় যাপিত !
এ হেন অবস্থা যার, রঙ্গ বিনা আর
কি আছে সংসারে মনে সুখ দিতে তার ॥

(১৮)

তব বিপ্রকুল বঙ্গে অসীম সম্মানে *
মাতঃ! ধনে-মানে-কুলে কেবা নাহি জানে?
অন্য গ্রামী দ্বিজ আসি' তব বিপ্রগণে
সভয়ে বন্দিত সদা, মান্য ত্রিভুবনে।
একেতে ব্রাহ্মণ—গুরু, সর্ব্বলোকে জানে,
তাতে তব পুত্র বলি' সকলেই মানে!
কত শত অধ্যাপক চতুষ্পাঠী করি'
বিস্তারিত' জ্ঞান-রত্ন গৌড়-বঙ্গ ভরি'!

সে-সব ব্রাহ্মণ কভু না দেখিব আর,
বেদময়, ব্রহ্মমূর্ত্তি, পূর্ণ সদাচার!!
হস্তী-মহিষের যুদ্ধ করিতে দর্শন †
আসিত অসংখ্য লোক—অদ্ভুত ঘটন!!
রাজপথে নর-নারী চলিতে বারণ,
দিবভাগে যুদ্ধ-দিনে হইত তখন;
লোক সব গ্রামবাসী অট্টালিকোপরি,
উঠিয়া দেখিত পশু-যুদ্ধ যত্ন করি'।

ধনীজন নিজ নিজ হস্তী সাজাইয়া,
তদুপরি চলিতেন গ্রাম্যপথ দিয়া
গ্রাম-মাঝে। কেহ অশ্বে থাকিত দূরে,
কুলনারী মাত্র গৃহ-ছাতে, অন্তঃপুরে।

---

* উলাতে চৌদ্দশত ঘর ব্রাহ্মণ সমাজ।

† উলাচণ্ডী জাতের সময় হস্তী ও মহিষের যুদ্ধ হইত।

মহিষের পক্ষে কেহ, কেহ হস্তী-পক্ষে,
গ্রামবাসী—জয়ী-পক্ষ, নির্জ্জিত—বিপক্ষে ॥

(২০)

এত শোভা গ্রামে ছিল, এত সুখে দিন
কাটাইত গ্রামবাসী। এখন মলিন
হইয়াছে সুখ-চন্দ্র! নাহি আছে আর
সে-সব মহাত্মাগণ, সংসারের পার
গিয়াছেন এবে সবে—ত্রিদিব যথায়
শোভিতেছে নিজ তেজে মরকত-প্রায়
নিজ নিজ কর্ম্মফলে; তাঁহাদের নাম
ভ্রমিতেছে স্মৃতি-রাজ্য-মহতের ধাম!
কোথায় সে-জন, যিনি * দ্বিভাব কথায়
সবে তুষ্ট করিতেন রাজার † সভায়
জলঙ্গী-নদীর কূলে? কোথায় সে-জন
পর-উপকারে যিনি ব্যয় করি' ধন
হইলেন যোত্রহীন? তিনি বা কোথায়,
যাঁর "গঙ্গা ভক্তি" শুনি' শ্রবণ জুড়ায়?
কোথায় সে-মহাজন, গীত-কুহকিনী
যাঁরে তুষিত সকলে? রচিতেন তিনি
হেন গীত শত শত পেলে অবসর,
রাজকার্য্যে থাকিতেন ব্যস্ত নিরন্তর।

---

* শ্যামলপ্রাণ মুস্তৌফী মহাশয়। † রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কোথায় বা আছে সেই গায়ক-প্রধান—
ঘূর্ণিত-লোচনে যেই আরম্ভিত তান,
সুরাপানে মত্ত সদা, ভ্রূকুটি করিয়া
কত যে ভাজিত সুর তম্বুর ধরিয়া ?
ভোজনে জিনিয়া সবে কারা হঁ'তে মুক্ত
করিলা আপন-দেহ, কোথায় নিযুক্ত
আছে সেই মহাজন ? কোথায় বা তিনি,
জড়ময়ী দেবীগণে কভু নাহি যিনি
পূজিতেন সমাদরে ; সর্ব্বধর্ম্ম হ'তে
লইতেন সারভাগ আপন-মনেতে ?
কোথায় বা তিনি, যিনি দৈবের কৌশলে
বিনাশিয়া 'শিবে শনি' আর দস্যুদলে,
নিজগ্রাম-যশঃপুঞ্জ লোকে প্রচারিল,
'শ্রীবীরনগর' আখ্যা রাজা সমর্পিল।
সে-সব নাহিক আর, সুখ-দিনমণি
পাইয়াছে অস্তাচল, ক্রন্দনের ধ্বনি
ভ্রমিছে নগরে এবে, প্রতিধ্বনি হ'য়ে
পুনঃ গাহিছে গভীর স্বর অতি। ভয়ে
কম্পমান হয় সদা পথিকের মন,
দেখিয়া নির্জ্জন পুরী— অরণ্য যেমন ॥

(২১)

দেখিয়া এরূপ দৃশ্য অন্তরে উদয়
হইলেক দুঃখময় ভাব সমুদয় ;

যবে সে বন্ধুর সহ তরী আরোহণে
উপস্থিত হ'য়ে গ্রামে দেখিয়া নয়নে,
দুঃখ-হত কাঁদিলাম হ'য়ে অচেতন ;
হায় রে ! সে-মিত্র কোথা করেছে গমন ?
পূর্ব্বরাত্রে কত সুখে কাটাইয়া কাল,
একেবারে দেখিলাম বিষম জঞ্জাল,—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী কভু নাহি আনে
এমন দুর্দ্দান্ত মায়া ; কত সাবধানে
বাহিয়া তরণীখানি জাহ্নবীর জল
হইলাম তবে পার ; না মানি প্রবল
তরঙ্গ, ঝটিকা যত শারদ-সময়ে ;
অন্তর শুকায় তবু ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে।
কত আশা ছিল মনে,—বহুদিন পরে
দেখিব মাতার পদ পবিত্র অন্তরে,
দেখিব সে সহোদরা নয়নে আবার,
ভুলিতাম ভ্রাতৃশোক দেখিয়া যাহার
মুখ। দেখিব তাহারে, যাহার নয়ন
করিতেছে অবিরত মনে জাগরণ,
যদি বা কখন ভুলি, সুত প্রাণসম
অমনি জাগায় তারে অন্তরেতে মম।
বাল্যকালে পড়িতাম যাহাদের সনে,
বাক্যালাপ করিবারে ইচ্ছা ছিল মনে,
দেখিব মনেতে ছিল কিরূপ তাহারা
পড়িয়াছে নিজ পাঠ, শিখিয়াছে ধারা,

গণনা করিতে অঙ্ক। এত আশা মনে
জাগিত আমার সদা অতি সংগোপনে।
আশালতা রোপে নর হৃদয়-ভিতরে,
ঈশ-ইচ্ছা-বিনা লতা ফল নাহি ধরে!
একেবারে সব আশা হইলেক হত,
হায়!—কি বলিব আর দুর্ভাবনা কত
প্রবেশিলা মম মনে, নিশিতে যখন
কাটাইয়া জাহ্নবীর ঢেউ অগণন
নামিলাম তরী হ'তে। সহ মিত্রবর
ক্রমে ক্রমে পশিলাম নগর-ভিতর,
জনহীন পুরী যেন; কোথায় বাজার?
কোথায় বা কোতয়ালী? হাজার হাজার
সতত থাকিত যথা, লোক নানা মত,
গ্রামের প্রহরী আর, পাক শত শত।
ক্ষণকাল পরে তার গৃহে প্রবেশিয়া,
দুঃখের কাহিনী সব শ্রবণ করিয়া
হইলাম হতজ্ঞান, কতক্ষণ পরে
চৈতন্য পহিয়া পুনঃ নিরাশ-অন্তরে
কাঁদিলাম মনে মনে, যুগল-নয়নে
পড়িলেক অশ্রুধারা। তবে কতক্ষণে
আকর্ষিলা নিদ্রাদেবী। ভুলাইতে শোক
কারে আর নাহি পাই খুঁজি' সর্ব্বলোক॥

(২২)

সে নিশি হইল শেষ। আলোক-প্রবেশে
জনপদে বাহিরিয়া, দেখি অবশেষে
যমপুরী যেন গ্রাম! হাহাকার-স্বর
শুনিয়া সকল দিকে, কাঁপিলা অন্তর!
দেখিলাম গৃহে গৃহে কুকুরের গণ—
ভীষণ আকৃতি সব, আরক্ত-নয়ন
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়-অন্তরে,
নর-মাংস খেয়ে খেয়ে নাহি ডরে নরে;
কোন স্থানে গৃহমধ্যে করিয়া প্রবেশ
আনিছে টানিয়া শব, অসুখ অশেষ
দিয়া প্রতিবেশীগণে; পথে বা প্রান্তরে
কুক্কুর-শৃগালে মিলি' মহোৎসব করে!
কোথাও শকুনী, আর গৃধিনীর গণ
শব ঘেরি' বসি' আছে আনন্দিত মন!!

(২৩)

দেখ যত গুলিখোর, গাঁজাখোর আর,
গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া, পর-উপকার-
ছলে সালঙ্কার শব করিছে বাহির,
নিজ-লাভ আশামাত্র চিত্তে করি' স্থির!
নর হ'য়ে শকুনী-গৃধিনী-মাঝে সবে
ভ্রমিতেছে ঘরে ঘরে ধূম্রের উৎসবে!
দেখ ভাই, যমের এ রুচি চমৎকার,
অধমে সহজে নাহি করে অঙ্গীকার!

অথবা ঈশ্বর দয়া করি' নরগণে,
নরাধমগণে রাখে শবের সেবনে ;
কোথাও দুঃখিনী এক কাতরা জ্বরেতে,
কাঁদিতেছে অহরহ পুত্রের শোকেতে ;
কেহবা হারায়ে সব, জ্বর-উপদ্রবে,
না কাঁদে পাষাণ-সম, ভাবিতেছে—কবে
হইবে সংহার ; সেই প্রতীক্ষায়—
শোকে-জ্বরে জর জর দিবস কাটায়।
কাহার গৃহেতে দেখি,—নাহি কেহ আর,
পড়িয়া রয়েছে দু'টী শিশুর আকার ;
দেখিলাম,—কোন গৃহে মৃতশিশু-কোলে
শুইয়া রহেছে মাতা মহাজ্বর-ভোলে
অচেতন ; নাহি জানে কখন ঘটিল
ঘোরতর সে আপদ,—বালক মরিল
করিতে করিতে স্তনপান ! জনশূন্য কত
পড়ি' আছে অট্টালিকা দেখি শত শত,
নাহি আছে রুদ্ধদ্বার ; পথের ভিতরে
পড়ি' আছে মৃতকায়া, লোকাভাব-তরে
না হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয় !!

(২৪)

দেখিয়া ভয়েতে মম কাঁপিলা অন্তর,
না সরিল বাক্য আর, পদ থর থর

কম্পিত হইল। আঁখি বারিতে পুরিল!
স্পন্দহীন দেহ মোর, পদ না চলিল।
কেনরে এমন দশা ঘটিল এখন!
কাঁদিয়া উঠিল মম হতবুদ্ধি মন।
দুঃখ-শোকাচ্ছন্ন-মনে উদিল তখন
সহসা সে বৈদেশিক কবির বচন,—
ওরে ভাই! আশা-সুখ নিশার স্বপন-
সম মিথ্যা! যত্নে তাহা করহ বর্জ্জন।
ভূত-কথা ভূত-হস্তে সমর্পণ কর;
সাহসে করিয়া ভর ঈশ্বরে নির্ভর
করি' কর বর্ত্তমান জীবন-যাপন,
তবে সুখী হ'বে তব তাপিত-জীবন।
এই উপদেশ স্মরি' সাহসেতে ভর
করি' চলিলাম গ্রাম-মাঝে ঘর-ঘর।
প্রথমে পাইনু সেই নিরীশ্বর-জনে,
যুক্তি করি' ক্রমসৃষ্টি-প্রথা-সংস্থাপনে
নিযুক্ত ছিলেন যিনি। কহিলেন মোরে,—
সকলই ঘটনা-ফল এ সংসার ঘোরে।
চিন্তা কিছু নাহি, ব্যস্! নিশ্চিন্ত অন্তরে
দেখিয়া শুনিয়া এবে যাহ দেশান্তরে।
ক্রমে সৃষ্টি, ক্রমে নাশ—প্রকৃতি-নিয়ম,
পরলোক, দুঃখ, শোক—সকলই ত ভ্রম!
নিরীশ্বর-সিদ্ধান্তে বা জন্মিবে কি সুখ!
চলিলাম স্থানান্তরে ফিরাইয়া মুখ।

জীবিত ছিলেন যাঁরা পরিচিত মম,
দেখিয়া সে-সব চিন্তা হইল বিষম !
গৃহে গিয়া অবিলম্বে নৌকা আরোহিয়া,
গ্রাম ছাড়িলাম আমি জননী লইয়া ॥

(২৫)

ভাবিলাম এতদিনে গিয়াছে সে-সুখ,
মারি-ভয় নাহি আর, এবে পুনঃ সুখ
উদিয়াছে আসি' তথা ; উঠেন তপন
কেন্দ্রের নিকট-দেশে নাশিতে যেমন
ভয়ানক অন্ধকার, বহুকাল পরে
বাঁচাইতে শীতে আর্ত্ত-কেন্দ্রবাসি-নরে—
সে-সব নিষ্ফল আশা ! এখনো সেরূপ
ভাগ্যাভাবে জনপদ আছে ত বিরূপ ;
জ্বর-উপদ্রব নাহি হইয়াছে গত,
এখন ত মরিতেছে প্রাণী শত শত !
যাহারা বাঁচিয়া আছে, সবে শক্তিহীন—
মহাকষ্ট-বশে সদা কাটাইছে দিন।
প্রাণসম যাঁহাদের জানিতাম মনে,
নাহিক সে-সব আর ; অতি সংগোপনে
গিয়াছেন সেই রাজ্যে, যথায় হইতে
কভু না ফিরিল কেহ সবে জানাইতে,
কি আছে সে-অন্ধকার-দেশে। কতজন
প্রাণভয়ে দেশ ছাড়ি' করি' পলায়ন,

ত্যজি অট্টালিকাচয়ে যে করিলেক বাস
বহু বহু দূরদেশে সুখেতে নিবাস !!

(২৬)

কেন হে সজ্জন ! আজো আছ নিদ্রাবশে ?
দেখনা চাহিয়া আঁখি, কএক বরষে
সহস্র সহস্র লোক পড়ি' মারি-ভয়ে
অকালে চলিয়া গেলা যমের আলয়ে ;
আহা ! ছাড়িয়া সংসার আলস্য ত্যজিয়া
এখনো করহ চিন্তা,—কিরূপ করিয়া
বাঁচাইবে ভ্রাতৃগণে, যাঁহারা এখন
করিতেছে মৃতপ্রায় জীবন-ধারণ !!

(২৭)

কেনরে আইলি পুনঃ ত্যজিয়া সে-দেশ,
দেখিবারে জননীর অসুখ অশেষ ?
চিন্তাহীন বেড়াইতে গোবর্দ্ধনী-কূলে *
শুনিয়া পক্ষীর গান ? আহা ! বৃক্ষমূলে
দেখিতে আনন্দ কত, গাভী-বৎসগণ
হাম্বারবে তৃণমুখে চরিত যখন !
কেনরে আইলি ছাড়ি' সে পবিত্রস্থান,
সাগর-† তরঙ্গ যথা পর্ব্বত-সমান
প্রবাহিছে অবিরত ? শ্বেত-বালুচয়
না দেয় আশ্রয় বৃক্ষে ; তপন উদয়

---

* কেন্দ্রাপাড়ার নিকট গুবরী নদী। † শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র।

হ'লে নয়ন ঝলসি স্বর্ণরেণু সব
প্রকাশিয়া সূর্য্যোদয়ে আপন গৌরব !
কেন না রহিলি তথা নিয়ত দেখিতে
এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য ? হিমাদ্রি হইতে
কুমারী সে অন্তরীপ, কত যে বিস্তার—
ভরতের দেশ এই ; এরূপ অপার
রাজ্যে বল কেবা আছে, নাহি করে মনে
দেখিতে সাগরকূল আপন-নয়নে ?
যদিবা আইলি ছাড়ি' পুরী মনোহর,
না রহিলি কেন তবু যথা স্রোতবর
অনঙ্গভীমের কীর্ত্তি করিছে প্রকাশ,
বহিছে প্রবলবেগে সদা বারমাস ? *
কিম্বা না রহিলি কেন সালিন্দীর কূলে—ক
যথায় পথিকগণ অশ্বত্থের মূলে
কাটায় আতপ-তাপ নিশ্চিন্ত-অন্তরে,
নিদ্রাবেশে নতশির শিকড়-উপরে ?
কেনবা ত্যজিলি সেই সুদৃশ্য নগরী †
শোভে যথা গোপগিরি চিত্ত-অপহারী ?
সে-সব ত্যজিয়া এবে কাঁদিবার তরে,
কেনরে আইলি তুই ফিরে নিজ ঘরে ??

* কটকের কাঠযুড়ি নদী। ক ভদ্রক। † মেদিনীপুর।

সমাপ্ত